সংবাদ

...011

তারিখ 28 JUN 1985
পৃষ্ঠা 2 কলাম [illegible]

টিউট দূরশিক্ষণে শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটি খসড়া প্রস্তাবনাও তৈরী করে, কিন্তু নানা কারণে তা আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুনজর আকর্ষণ করতে পারেনি। অবশেষে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জনাব কাজী ফজলুর রহমানের উপস্থাপিত প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দিন মাহতাবের সভাপতিত্বে তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেনসহ সংশ্লিষ্ট তিনটি মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করা হয়। ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ কাউন্সিল বিশেষজ্ঞ জনাব এ, বি এডিংটন এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন এবং গণমাধ্যম ভিত্তিক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তিনি একটি সুপারিশ পেশ করেন। একটি উচ্চ পর্যায়ের টিম ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটি, বিবিসি লণ্ডন ইউসিভার্সিটি এবং ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয় প্যারিসে যান। ফিরে এসে টিম বাংলাদেশে দূরশিক্ষণ ভিত্তিক একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা সুপারিশ করেন এবং তদানুযায়ী ১৯৮১-৮৫ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দূরশিক্ষণ খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়। ১৯৮১ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞ ডঃ মার্শাল হার্স বাংলাদেশে দূরশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করেন। এতে তিনি এমনি একটি দূরশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের সুপারিশ করেন যাতে পরিকল্পনা, গণমাধ্যম, প্রকল্প বাস্তবায়ন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোষ থাকবে। এরই ভিত্তিতে ৪ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের ব্রিটিশ টিম প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং গণশিক্ষা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য দূরশিক্ষণ ভিত্তিক একটি খসড়া প্রকল্প তৈরী করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকল্পটি হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল (প্রায় ৩৪৬ কোটি টাকার)। সবচেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়ায় গণমাধ্যম ভিত্তিক ভিডিও ক্যাসেট তৈরীর দায়িত্ব নিয়ে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ টেলিভিশন তার একচ্ছত্র আধিপত্য কিছুতেই প্রস্তাবিত দূরশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হয় না।

উপরোক্ত প্রস্তাবের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল এই যে প্রস্তাবিত দূরশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন একই ধরনের গণমাধ্যম ভিত্তিক আর দুটি প্রকল্প অডিওভিজ্যুয়াল এডুকেশন সেন্টার ও স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রকল্পকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের মত একটি দেশে মাধ্যমভিত্তিক ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বাস্তবতার পরিপন্থী। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এই তিনটি একই ধরনের প্রকল্পকে একসাথে বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়—অবশেষে শিক্ষা সচিব কাজী জালালউদ্দিন আহমদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৯৮৩ সনের এপ্রিল মাসে অডিওভিজ্যুয়াল এডুকেশন সেন্টার এবং স্কুল ব্রডকাস্টিং প্রকল্পকে একীভূত করে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব এডুকেশনাল মিডিয়া এণ্ড টেকনোলজি "নাইমট"-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর মাধ্যমভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যকলাপ যথা ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়কে তার সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত বি,এড কোর্সের মান উন্নয়নের জন্য মিডিয়াভিত্তিক মাইক্রোটিচিং-এর ব্যবস্থাপনা, রেডিও বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষামূলক নিয়মিত বেতার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, বিদ্যালয়ে বিতরণকৃত ১০৬২টি অডিও কন্ট্রোল কনসোল সেটের মেরামত করা, শিক্ষকদের শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষামূলক বেতার অনুষ্ঠান প্রচার, কনসোল সেটের প্রাথমিক পর্যায়ে মেরামত ইত্যাদি ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া, মোবাইল ইউনিটের মাধ্যমে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শন ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডিস্ট্যান্স এডুকেশন (বাইড) নামের সাবিক পরীক্ষামূলক কার্যকলাপের উপর তৈরীকৃত রিভাইজড প্রকল্প পি,ই,সি, কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এন,ই,সি-এর অনুমোদন সাপেক্ষে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

দূরশিক্ষণে বি,এড

'বাইড'-এর প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দেখা গেল যে এর সাবি কার্যকলাপ পরিচালনে গ্রহীতার উপরে যেহেতু তেমন বাধ্যবাধকতা নেই কাজেই সাবিক কর্মকাণ্ডের তেমন আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে অনেক বিদ্যালয়ের অডিও কনসোল সেট শিক্ষার্থীদের বেতারে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শোনানোর জন্য তেমন একটা আন্তরিকতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় কমিটি বাংলাদেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংক্ষিপ্ত সুপারিশমালা পেশ করে। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পরীক্ষামূলক কর্মসূচী দূরশিক্ষণে বি, এড কোর্স পরিচালনের সুপারিশ রাখা হয়। এই সুপারিশ এবং "নাইমটের" আওতাধীন গণমাধ্যম ভিত্তি শিক্ষা সুবিধা সৃষ্টি এ সবে মিলে শিক্ষা সচিব কাজী জালালউদ্দিন আহমদের সন্ধানী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার নির্দেশক্রমে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যান এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং উক্ত কমিটির সদস্য সচিব ও নাইমটের পরিচালক ডঃ কে,এম সিরাজুল ইসলাম যৌথভাবে দূরশিক্ষণে বি, এড কোর্স পরিচালনে উদ্যোগী হন। ইতিমধ্যে পূর্ব উল্লিখিত "নাইমটের" নতুন নামে 'বাইড'-এর পি,ই,সি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পে দেখা গেল দূরশিক্ষণে বি,এড কোর্স পরিচালনে যে সব মিডিয়া সাপোর্ট দরকার তার বেশ কিছুটা বিদ্যমান। কিছু অতিরিক্ত সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরীক্ষামূলক প্রকল্প দূরশিক্ষণে বি,এড কোর্স পরিচালনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

২৮শে অক্টোবর ১৯৮৪, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট বাইডের মাধ্যমে দূরশিক্ষণে বি,এড কোর্স পরিচালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স পাশ করে।

সাব্যস্ত হয় সনাতন পদ্ধতিতে যে কোর্স ১০ মাস ব্যাপী চলে সেই একই সিলেবাসের কোর্স দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকদের জন্য ২৪ মাস ব্যাপী চলবে সিমেষ্টার পদ্ধতিতে প্রতি ৬ মাস অন্তর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় টারমিন্যাল পরীক্ষা নেয়া হবে।

মাননীয় শিক্ষা সচিব কর্তৃক এককালীন দেয়া সামান্য অনুদানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতি পর্বের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ পরীক্ষামূলক এই কর্মসূচী পরিচালনের জন্য সদয় অনুমোদন দান করেন। ১২০০০-এর অধিক দরখাস্তকারীদের মধ্যে থেকে ৩০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হয়। ২৪শে জুন থেকে ১০টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ভর্তি শুরু হয়। ১৯৮৫ সনের ১লা জুলাই থেকে দূর শিক্ষণে বি, এড কোর্স চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক নতুন অধ্যায়ের। শুরু হয় কর্মরত জনগোষ্ঠীর দক্ষতার মান উন্নয়নের নবতর পর্যায়।

আশা করা যায় পরীক্ষামূলক এই কর্মসূচীর সাফল্যের পথ বেয়েই বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আসবে অনেক কাঙ্খিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। সৃষ্টি হবে দেশে প্রয়োজনভিত্তিক ব্যাপক শিক্ষাসুযোগ। হালকা হবে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির চাপের। অভিভাবকেরা কিছুটা আশ্বস্ত হবেন-ছাত্র অরাজকতার আর সেশন পিছানোর বিভীষিকা থেকে। শিক্ষা হবে জীবনমুখী।